আলমডাঙ্গার বন্ডবিলে গলায় ফাঁস দিয়ে নারীর আত্নহনন

পারিবারিক কলহের জের ধরে টুলু খাতুন (৫১) নামের এক নারী আত্মহত্যা করেছেন। আজ বুধবার বিকেল ৪ টায় নিজ ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। নিহত টুলু খাতুন পৌর এলাকার গেটবন্ডবিল এলাকার মানোয়ার শেখের স্ত্রী। এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জানাগেছে, উপজলার বন্ডবিল এলাকার মনোয়ার শেখের স্ত্রী টুলু খাতুন দীর্ঘদিন মানসিক রোগে ভুগছিল। মানসিক ভারসাম্যহীন ওই নারী মাঝেমধ্যে আত্মহত্যার চেষ্টা করতেন। আজ বুধবার পারিবারিক কলহের জেরে তিনি নিজ ঘরে ওড়না পেঁচিয়ে আত্নহত্যা করেছে।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, আত্নহত্যার ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

মেহেরপুরে বিভিন্ন গ্রামের নারীদের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরন

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের নারীদের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার মিলনয়তনে সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের নারীদের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরন করা হয়।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের পত্নী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম সদর উপজেলার ৭ টি

ইউনিয়নের বিভিন্ন শতাধিক নারীর মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরন করেন।

এ সময় অন্যদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি সামিউন বাসিরা পলি, সাধারণ সম্পাদিকা অ্যাডভোকেট রুথসোভা মন্ডল, সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুল নেছা লতা, যুব মহিলা লীগের নেত্রী রোজিনা খাতুন, মুজিবনগর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভানেত্রী তকলিমা খাতুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে সদর থানা যুব মহিলা লীগের সভাপতি লতিফুন্নেছা লতা এবং সাধারণ সম্পাদিকা রোজিনা আক্তার মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য সৈয়দা মোনালিসা ইসলামকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন।

গাংনীতে গাঁজাসহ নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক

১১০ গ্রাম গাঁজাসহ পারেছা খাতুন (৩৮) নামের এক নারী মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
আটক পারেছা খাতুন গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের মন্টু বিশ্বাসের স্ত্রী।
গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২ টার দিকে তার বাড়িতে অভিযান ১১০ গ্রাম গাঁজাসহ পারেছা খাতুনকে আটক করে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, আটক পারেছা খাতুনের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে শুক্রবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে নারীসহ হোটেল আটলান্টিকার মালিক ও ছেলে গ্রেফতার

প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন ও ব্লাকমেইল অর্থ আদায়ের মুল হোতা মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক ও তার ছেলেসহ এক নারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন মেহেরপুর শহরের শিশুবাগান পাড়ার মৃতু কিয়ামুদ্দীনের ছেলে হোটেল আটলান্টার মালিক মতিয়ার রহমান (৫২) তার ছেলে মামুন (৩০) ও সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামের এনামুল হকের মেয়ে ছন্দা খাতুন(৩০)।

আজ বুধবার (৩০ নভেম্বর) ভোররাতে সদর থানা পুলিশের একটি টিম মেহেরপুর শহরের হোটেল আটলান্টিকায় অভিযান চালিয়ে এই তিন জনকে গ্রেফতার করে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দীন আহমেদসহ সঙ্গীয় ফোর্স হোটেলটিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন ব্যবসায়ী সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন ও ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজ্জনখানেক সুন্দরী নারী রয়েছে। চক্রের নারী সদস্যরা বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও সমাজের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে হোটেল আটলান্টিকায় নিয়ে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে গোপন ক্যামেরায় ভিডিও ধারণ করে। পরে সেই ভিডিও নিয়ে শুরু হয় মোটা অংকের চাঁদাবাজী।

সাম্প্রতিক সময়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার

হোসেন নামের এক এনজিও কর্মীর সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতো প্রিয়া খানকে আসামি করে প্যানাল কোড ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন (মামলা নং ৩২, তারিখ ২২/১১/২০২২ইং)। মামলা দেওয়ার পর পুলিশ বিভাগ নড়ে চড়ে বসেন। শুরু হয় গোপন তথ্য সংগ্রহ।

গত ২২ নভেম্বর ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার মূল হোতা নাজনীন খান প্রিয়াকে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রিয়া খানকে গ্রেফতারের পর তাকে ২ দিনের রিমান্ড নিলে বেরিয়ে আসে এই চক্রের ভয়ংকর তথ্য।

পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছেন, নাজনীন খান প্রিয়ার দলে ৯ জন সুন্দরী নারী আছেন। তারা বিভিন্ন সময়ে পুরুষদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে অসামাজিক কাজে লিপ্ত করে । ইতোমধ্যে তাদের ফাঁদে পড়ে নি:স্ব হয়েছেন সমাজের কয়েক শত ব্যবসায়ী, সরকারি চাকুরিজীবিসহ ধনাঢ্য ব্যক্তি।

মেহেরপুরে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ এক নারী গ্রেফতার

৫ গ্রাম হেরোইনসহ কুলসুম খাতুন (৩৫) নামের এক নারীকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।
আটক কুলসুম খাতুন সদর উপজেলার সীমান্তবর্তি বাজিতপুর গ্রামের হাফিজুল ইসলামের স্ত্রী।
মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আলামিন হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম রবিবার দিবাগত রাত ৮ টার দিকে যাদবপুর গোরস্থানের পাশে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকতার্ (ওসি) রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
ওসি রফিকুল ইসলাম জানান, আটক কুলসুমের নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামরা দায়ের করা হয়েছে।
আজ সোমবার (২১ নভেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর

জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সোহান’স ভার্সিটি কোচিং এর উদ্যোগে নারী ফুটবলার নীলাকে সংবর্ধনা

সাফজয়ী নারী ফুটবল দলের খেলোয়াড় নিলুফা ইয়াসমিন নীলাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

বুধবার সকালে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের সামনে সোহান’স ভার্সিটি কোচিং এর পক্ষ থেকে এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নীলাকে সম্মাননা স্মারক ক্রেষ্ট ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

এসময় নীলার হাতে সম্মাননা স্মারক ক্রেষ্ট তুলে দেন সোহান’স ভার্সিটি কোচিং এর পরিচালক মোহাম্মদ নাহিদুল ইসলাম সোহানসহ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা।

সোহান’স ভার্সিটি কোচিং এর পরিচালক মোহাম্মদ নাহিদুল ইসলাম সোহান বলেন, নীলা আমাদের কুষ্টিয়ার সন্তান হিসেবে আমরা গর্ব করতেই পারি। নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে দলের হয়ে শিরোপা জয়ের পাশাপাশি কুষ্টিয়ার এ কির্তিমান নিলুফা ইয়াসমিন নীলাকে সম্মাননা জানাতে পেরে আমাদের এ প্রতিষ্ঠান ধন্য। এমন কৃতি সন্তান আরও গড়ে উঠুক আমাদের এই জেলা থেকে। আমরা নীলার আরও সাফল্য কামনা করি।

সংবর্ধিত হয়ে নীলা বলেন, এবার আমি কুষ্টিয়াবাসীর কাছ থেকে অনেক সম্মান ও ভালোবাসা পেয়েছি। তিনি বলেন, ‘যেদিন থেকে জাতীয় দলে খেলছি সেদিন থেকেই সাফজয়ী হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমার প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। আমি সবার কাছে দোয়া চাই। যেন দেশকে আরও সম্মানিত করতে পারি।’

প্রসঙ্গত, সোহান’স বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ইন্জিনিয়ারিং ভর্তির স্পেশাল প্রাইভেট প্রোগ্রামের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

হিসেবে কুষ্টিয়ায় সুনামের সাথে পরিচালনা করে আসছে।

২০ লাখ টাকার স্বর্ণালংকারসহ নারী আটক

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কালা লক্ষীপুর এলাকা থেকে ২৫ ভরি স্বর্ণালংকারসহ মুক্তা খাতুন (৩৪) নামের এক নারীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের কালা লক্ষীপুর এলাকার মাওলানাবাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত মুক্তা খাতুন কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের মিজানুর রহমানের স্ত্রী।

ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশের ওসি মোহাম্মদ শাহীন উদ্দিন জানান, কালীগঞ্জ থেকে ঢাকায় স্বর্ণ পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে লক্ষীপুর বিদ্যালয়ের সামনে চেকপোস্ট বসায় ডিবি পুলিশের একটি অভিযানিক দল।

সেসময় দর্শনা থেকে বরিশালগামী চাকলাদার পরিবহণে তল্লাসী চালিয়ে মুক্তা খাতুনকে আটক করা হয়। তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে উদ্ধার করা হয় ২৫ ভরি ১৫ আনা ওজনের স্বর্ণালংকার। যার আনুমানিক মুল্য ২০ লাখ টাকা। মুক্তা খাতুন কালীগঞ্জ থেকে এসব স্বর্ণালংকার ঢাকায় পাচার করছিলো বলে প্রাথমিক ভাবে স্বীকার করেছে।

এ ঘটনায় ডিবি পুলিশের পক্ষ থেকে সদর থানায় একটি মামলা করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে অভিযান, ৩ নারীর কারাদণ্ড

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় হাসপাতালে সেবা নিতে আসা রোগী ও স্বজনদের সঙ্গে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে তিন নারীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

রোববার দুপুরে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শিফাতুর নাহার ও ঈশিতা আকতার অভিযান চালিয়ে এ আদেশ দেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- শহরের হাউজিং বি ব্লক এলাকার মজিবর রহমানের মেয়ে শাপলা খাতুন (২৭), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার শেখ পাড়ার শহিদুল ইসলামের স্ত্রী ময়না খাতুন (৪০) ও সদর উপজেলার চৌড়হাস এলাকার মৃত হারুন মণ্ডলের মেয়ে যুথি খাতুন (৩০)।

আদালত সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে দালালরা অসহায় সাধারণ রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছেন। এ অভিযোগে তিনজন নারীকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে একজনকে এক মাস ও অপর দুজন ২১ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এ বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক শিফাতুর নাহার জানান, শাপলাকে এক মাস, ময়না ও যুথিকে ২১ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

দর্শনায় ফেনসডিলসহ নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৩৬ বোতল ফেনসডিলসহ এক মহিলা মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে।

জানাগেছে, শুক্রবার দুপুর সোয়া ২টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে থানার এস,আই তারিকুজ্জামান সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন রামনগর গ্রামস্থ রামনগর ফুটবল মাঠের পূর্ব পাশে পাকা রাস্তার উপর।

এসময় উক্তস্থানে অভিযান পরিচালনা কালে ভারতীয় ৩৬ বোতল ফেন্সিডিলসহ পিনজিরা খাতুন (৩৫) নামের এক মহিলা মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেন। আটক মাদক ব্যবসায়ী চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার মাজারপোতা গ্রামের বাসিন্দা ও তরিকুল ইসলামের স্ত্রী।

আটক মাদক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। পিনজিরা খাতুনকে ১৯৭৪ সালের মাদক আইনে মামলাসহ চুযাডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

দেশ ত্যাগের সময় পিকে হালদারের দুই নারী সহযোগী গ্রেফতার

বাংলাদেশ থেকে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা পাচারে জড়িত পিকে (প্রশান্ত কুমার) হালদারের দুই নারী সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। দেশ ত্যাগের সময় এই দুই নারীকে গ্রেফতার করা হয়।

বুধবার সকালে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন র্যাবের লিগ্যাল আ্যন্ড মিডিয়া উইংয়ের সহকারী পরিচালক এএসপি আল আমিন।

তিনি বলেন, পিএলএফএসএল কোম্পানির প্রায় ২০০ কোটি টাকা আত্মসাৎকারী পিকে হালদার ভারতীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার আছেন। তার দুই নারী সহযোগী বাংলাদেশ ছাড়তে চেয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তাদের ওপর র্যাবের গোয়েন্দা নজরদারি চলছিল। এরই ভিত্তিতে পিকে হালদারের দুই নারী সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে গ্রেফতারদের নাম প্রকাশ না করা হলেও এ বিষয়ে বুধবার

দুপুরে কারওয়ানবাজার র্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে বলে জানান র্যাবের লিগ্যাল আ্যন্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন।

দেশের আর্থিক খাতের শীর্ষ জালিয়াত পিকে হালদারের (প্রশান্ত কুমার হালদার) ১৫ বান্ধবী ও ঘনিষ্ঠ নারীদের ব্যাংক হিসাবে অন্তত ৮৬৭ কোটি টাকার সন্ধান পাওয়া গেছে। উপহার, গাড়ি ও ফ্ল্যাট কিনে দেওয়া, দেশে-বিদেশে ভ্রমণসহ বিভিন্ন অজুহাতে ঋণের নামে তাদের এ অর্থ দেওয়া হয়। পিপলস লিজিংসহ চারটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে মোটা অঙ্কের এ অর্থ নারীদের নামে-বেনামের হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সূত্রে জানা গেছে এসব তথ্য।

আরও জানা গেছে— কখনো ঋণের নামে, কখনো বিনোদন ভাতার নামে আবার কখনো অবৈধ টাকা আড়াল করতে পিকে হালদার এসব কাজ করেন। কোনো কোনো বান্ধবীর নামে ব্যাংকে টাকা স্থানান্তর ছাড়াও ফ্ল্যাট ও দামি গাড়ি কিনে দিয়েছেন। আবার কাউকে দেশে-বিদেশে পাঁচতারকা হোটেলে নিয়ে আনন্দ-ফূর্তিও করেছেন তিনি। দুদকের অনুসন্ধান শুরু হলে পিকে হালদারের এক বান্ধবী দেশ ছেড়ে কানাডায় পালিয়ে যান। তিনি এখন পিকে হালদারের নিয়ন্ত্রণেই ওই দেশে আছেন। বান্ধবীদের নামে অর্থকড়ি খরচের পাশাপাশি নিজেকে আড়ালে রাখতে আর্থিক জালিয়াতিতে পিকে হালদারের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও সহকর্মীদেরও ব্যবহার করেন।

দুদকের অনুসন্ধানের বিষয়ে জানতে চাইলে সংস্থাটির চেয়ারম্যান ড. ইকবাল মাহমুদ বলেন, যারা দেশের আর্র্থিক খাত লোপাট করে নিঃশেষ করে দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে দুদকের জোরদার কাজ চলছে। অনুসন্ধানে যাদের নাম আসবে কাউকেই ছাড়া হবে না।